আমাদের কথা

দীর্ঘ দুবছরের ব্যবধানে আবার বেরুলো বিওবি। ঘটনাবহুল তাৎপর্যপূর্ণ দুটো বছর। আমরা ঠিকই করেছিলাম, কসরৎ করে বিওবি বার করার চেষ্টা করবো না। বলার কথা যদি থাকে, যদি তাগিদ আসে ভেতর থেকে, যদি অন্তত কয়েকজনও হাতে হাত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটা সত্যিকারের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব নিতে পারি, যদি লেখাপত্রের জন্য প্রচুর কাঠখড় না পোড়াতে হয় তাহলে বিওবি স্বাগতম। এবং কী আশ্চর্য, এবার ঠিক যেন তেমনটাই সব ঘটে গেল। বোঝা যাচ্ছে সময় পাল্টাচ্ছে।

আগের বার বিওবি'র 'আমাদের কথায়' নন্দীগ্রামের মানুষদের ঋজু ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করার তেজ, সাহস, দৃঢ়তা প্রত্যয়ের আগাম ইঙ্গিতটুকু শুধু দেওয়া গেছিল, সে ছিল ২০০৭ এর জানুয়ারীর গোড়ার দিক। তারপর জল অনেক দূর গড়িয়েছে। রাজ্যবাসী সে সব প্রত্যক্ষ করেছেন। অনেক ত্যাগ যন্ত্রণা মৃত্যুর মধ্যদিয়ে নন্দীগ্রাম তাদের প্রতিবাদের আগুনের আঁচ পৌঁছে দিয়েছে এ রাজ্যের জেলায় জেলায় তো বটেই এমনকি গোটা ভারতে এবং দুনিয়ার তামাম সন্ত্রস্ত মানুষদের কাছে। সময় সত্যি দাঁড়িয়ে নেই।

বিশ্বায়নের রথের চাকা আর্থিক সংকটের গাড্ডায় পড়ে হাঁসফাঁস করছে, মন্দার আঁচ পেয়ে টাটারা সিঙ্গুর ছেড়ে পালিয়েছে। মুখ রক্ষার জন্য অবশ্য দোষ চাপিয়েছে দায়িত্বজ্ঞানহীন বিরোধিতার ওপর। বারাক হুসেন ওবামার 'এসো পরিবর্তন করি' ডাকে সাড়া দিয়ে দাম্ভিক মিথ্যাবাদী যুদ্ধবাজ বুশকে নির্বাচন বৈতরণীতে ডুবিয়ে ছেড়েছে আমেরিকার মানুষ, ঘরের পাশের বাংলাদেশও পরিবর্তনের জোয়ারে পাল তুলেছে। চিরকালের শান্ত, বোবা, পড়ে পড়ে মার খাওয়া আনপড়ও আজ মুখটি বুজে অত্যাচার মেনে নিচ্ছে না। জেগে উঠেছে লালগড়, চতুর্দিকে লালগড়ের ছায়া দেখে আঁতকে ওঠে অত্যাচারীর দল। নামিয়ে আনতে চায় আরও অত্যাচার, কোথাও কোথাও আনেও। পরিবর্তনের এই চলচ্চিত্রে দেখা যায় একদিন যারা ছিল বঞ্চিত-নিপীড়িত-অত্যাচারিতের সাথে, ইতিহাসের কি বিচিত্র গতি - তাদেরই কেউ কেউ আজ অত্যাচারীর দলে। মুখে পুরনো প্রতিবাদ - প্রতিরোধের বুলি। গায়ে শান্তির নামাবলী, প্রশ্ন সমালোচনা সামান্যতম প্রতিবাদের আভাষ পেলেই তাদের লুকনো নখ-দন্ত-অস্ত্র বেরিয়ে আসে, মানুষকে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিসর ছাড়তে চায় না, অথচ গণতন্ত্রের জয়গানে সর্বদা সে মুখর। এরাই আবার আড়াল খোঁজে সন্ত্রাসের। সন্ত্রাসের ছুতোয় আট-ঘাট বেঁধে গড়ে তোলে আরও কঠোর সন্ত্রাসের পরিকল্পনা।

আসলে এ সবই পুরনো লড়াই-এর নতুন রূপ। নতুন এবং ভয়ংকর - কেননা এ হল পৃথিবীর মৌলিক রসদের ভোগদখলের লড়াই। পরিবেশ সম্পদের কর্তৃত্বের, নিয়ন্ত্রণের লড়াই। আগামী দিন তাই আশার এবং আশঙ্কারও, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের এবং সন্ত্রাসেরও। পরিবর্তনই সেখানে আশার বীজ, পরিবর্তন হতে থাকলে ক্রমশ তা শুভের দিকে, সার্বিক উন্নয়নের দিকেই গড়াবে এমনটা এখন বোধহয় ভাবাই যায়।

দেড়-দুদশক ধরে জমে উঠছিল কেমন যেন একটা গুমোট দম-বন্ধ করা পরিবেশ। হতাশা, আর একঘেয়েমি বিষণ্ণ করে তুলছিল মনের আকাশ, এক এক করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল আলো হাওয়া খেলার ঘুলঘুলিগুলো। সেখানে লেগেছে হঠাৎ ঢুকে আসা বাতাসের আন্দোলন, হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখে জেগেছে কাঁপন। এ বাতাস ছড়িয়ে পড়ুক দিগ্বিদিকে, অক্সিজেনে প্রাণভরে শ্বাস নিক হেঁপো রুগীর দল; এ আলো ব্যাপ্ত হোক বিশ্বচরাচরে, উদ্বোধন হোক উন্নয়নের উৎসবের।

ঘন অন্ধকারে নিভু নিভু একটি প্রদীপ জেলে রাখার চেষ্টার মধ্য দিয়েও যারা আশায় দিন গুণে গুণে দিন যাপনের গ্লানিকে জীবন যাপনের গরিমায় রূপান্তরিত করা চেষ্টা করে চলতে পারে, ডাক দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারে তারই মত অন্যদের তেমনই এক সহমর্মী সহযাত্রী বন্ধু অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অকালে হারালাম আমরা। গভীর শোক, শ্রদ্ধা ও মর্মবেদনার সাথে তাঁকে আমরা স্মরণ করছি।